Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী মেহরাজ জামান

রোলঃ 216010970

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী মেহরাজ জামান

রোলঃ 216010970

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজী মেহরাজ জামান, আইডিঃ 216010970 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **“ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?”** শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Zaman

(স্বাক্ষর)

কাজী মেহরাজ জামান

আইডিঃ 216010970

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ট্রান্সজেন্ডার কি? 5

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সূচনাঃ 5

লিঙ্গ পরিচয়ঃ 6

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদঃ 7

ট্রান্স জেন্ডারের মাধ্যমে সন্তানের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় সুরক্ষিত রাখার বিধান লঙ্ঘিত হয়ঃ 12

ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষ একে অপরের নিষিদ্ধ সাদৃশ্য অবলম্বনঃ............14

ট্রান্সজেন্ডারে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি 17

ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি ঈমান বিধ্বংসী কুফরি মতবাদ....................................19

ট্রান্সজন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

ট্রান্সজেন্ডার কি?

বর্তমান বিশ্বে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নামে একটি নতুন মতবাদের সূচনা হয়েছে। এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল, একজন পুরুষ যদি নিজেকে নারী মনে করে, তাহলে সে নারী হিসেবে বিবেচিত হবে। একইভাবে, কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ মনে করে, তাহলে সে পুরুষ হিসেবে গণ্য হবে। সমাজ ও আইন তাদের এই পরিচয়কে স্বীকৃতি দেবে এবং তারা চিকিৎসার মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তনের অধিকারও রাখবে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সূচনাঃ

মূলত ১৯৯০ সালের পর থেকে "ট্রান্সজেন্ডার" তথা "জেন্ডার আইডেন্টিটি" শব্দটি একটি গোষ্ঠী বা আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি নন-বাইনারি ও এলজিবিটি-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৬৫ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাইকিয়াট্রি প্রফেসর জন এফ. অলিভেন প্রথমবারের মতো "ট্রান্সজেন্ডার" শব্দটি ব্যবহার করেন। এই শব্দটি মূলত ১৯২৩ সালে জার্মান শব্দ "Transsexualismus" থেকে উদ্ভূত হয়। এরপর এটি বিবর্তিত হয়ে "Transsexua" নামে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত হয়।

শুরুর দিকে ট্রান্সজেন্ডার বলতে তারা বোঝাত, যারা লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য হরমোন থেরাপি ও সার্জারির আশ্রয় নিত। কিন্তু বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডারের সংজ্ঞা

অনেক ব্যাপক হয়েছে। এখন এটি এমনকি ক্রসড্রেসারদেরও অন্তর্ভুক্ত করে, যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণে আকৃষ্ট হয়।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বর্তমানে এটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা মেডিক্যাল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে না; বরং এটি মনের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে কেউ যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। যেদিন থেকে কেউ অনুভব করে যে, সে জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ে আগ্রহী বা বিশ্বাসী নয়, সেদিন থেকে সে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দিতে পারে।

লিঙ্গ পরিচয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডারবাদের দাবি অনুযায়ী পৃথিবীতে কোনো স্থায়ী লিঙ্গ পরিচয় থাকবে না। শারীরিক লিঙ্গ বিবেচনায় মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হবে না; বরং মানসিক ইচ্ছাই হবে তার প্রধান পরিচয়। কেউ যদি তার জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ে আগ্রহী বা বিশ্বাসী না হয়, তাহলে সে যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা করতে পারবে। অর্থাৎ একজন পুরুষ যদি নিজেকে নারী মনে করে, তাহলে সে নারী হিসেবে পরিচিত হবে। অনুরূপভাবে, কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ মনে করে, তাহলে সে পুরুষ হিসেবে গণ্য হবে।

ভাবতে অবাক লাগে, এমন একটি মতবাদও হতে পারে! এবং আধুনিক বিশ্বে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে মানুষ মেনে নিতে পারে! আরো আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্ব মোড়লরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে এবং দেশে দেশে এর স্বীকৃতি আদায়ে চাপ প্রয়োগ করছে।

মানবজাতির বংশধারা অব্যাহত রাখা, বংশ পরিচয় সংরক্ষণ এবং পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইসলাম যেসব যুগান্তকারী বিধান প্রদান করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল যিনা-ব্যভিচার থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকা। শুধু ব্যভিচার থেকে নয়, বরং যেসব কাজ ও আচরণ মানুষকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে এবং ধীরে ধীরে তাতে নিমজ্জিত করে, সেসব থেকেও বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে নারী ও পুরুষের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে তাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন অনুযায়ী। ট্রান্সজেন্ডারবাদ এই প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করে, যা ইসলামের মৌলিক আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচলন সমাজের শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বিপন্ন করে এবং মানবতার জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদঃ

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি স্পষ্ট কুফরি ও অভিশপ্ত মতবাদ। এতে রয়েছে সৃষ্টির বিকৃতি এবং শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এটি সাধারণ রীতি-প্রকৃতি এবং ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিপন্থী একটি মতবাদ। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হল।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا.

আর তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। —সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বান্দাদের জন্য ব্যভিচার ও এর নিকটবর্তী হওয়াকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا.

আর ব্যভিচারের উপকরণ ও উপলক্ষগুলোতে জড়ানোই হল তার নিকটবর্তী হওয়া। —তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৭২

যিনা-ব্যভিচার থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম শরীয়তে এর সকল সম্ভাব্য উপলক্ষকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যিনা-ব্যভিচারের একটি প্রধান উপলক্ষ হল দৃষ্টি। অর্থাৎ, কোনো পুরুষ পরনারীকে দেখলে বা কোনো নারী পরপুরুষকে দেখলে তার প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। এই দুর্বলতা মনের অজান্তেই আকর্ষণে পরিণত হতে পারে, যা একসময় ব্যভিচারে পরিণত হতে পারে। এজন্য, ইসলাম পরনারী-পুরুষের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে। তাছাড়া, নারীদের পরপুরুষের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তাদের কৃতকার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়ই অবগত। আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। সাধারণত যা

প্রকাশ পায় তা ব্যতীত নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। —সূরা নূর (২৪) : ৩০-৩১

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। কোনো পুরুষ এক কাপড়ের নিচে অপর পুরুষের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না এবং কোনো নারী এক কাপড়ের নিচে অপর নারীর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না। সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৩৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭৯৩

তেমনিভাবে পরনারী ও পরপুরুষের সাথে নির্জনে বা একান্তে অবস্থান করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এটি ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে

لاَ يَخْلُوَنّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

কোনো পুরুষ যেন অপর নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে। সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ২১৬৫

এমনকি নারীকে তার মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী কিংবা অন্য নারীর সাথে হজের মতো ফরয বিধান পালন করারও অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

لَا تَحُجّنّ امْرَأَةٌ إِلّا وَمَعَهَا ذُو محْرمٍ

মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী যেন হজ না করে।

সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ২৪৪০

আরো দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬

আর সঙ্গত কারণেই সন্তানের বয়স দশ বছর হলে তাদের শয্যা পৃথক করে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের আদেশ করো। আর দশ বছর হলে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের পরস্পরের শয্যা পৃথক করে দাও।

সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের মধ্যে এই আকর্ষণ জাগ্রত হয়। পৃথিবীর শুরু থেকে সব যুগে ও সব ধর্মে এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিধান ছিল। যেমন ধর্ষণ ও ব্যভিচার ইসলামে হারাম ও নিষিদ্ধ, তেমনি পূর্ববর্তী ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্মেও এটি নিষিদ্ধ ছিল। সাধারণ রীতি, জ্ঞান-যুক্তি ও বিজ্ঞান সব বিবেচনাতেই এটি যথার্থ।

ইসলামী শরীয়ত একদিকে যেমন এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত রাখার আদেশ দেয়, অন্যদিকে তা চরিতার্থ করার জন্যও সুন্দর ও সুমহান বিধান প্রদান করে। একদিকে যেমন ঘোষণা হয়েছে

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ

যে তার দুই চোয়াল ও দুই উরুর মধ্যস্থিত অঙ্গের (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান) জামানত দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব। সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

অন্যদিকে ইরশাদ হয়েছে

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার প্রবৃত্তির চাহিদা প্রশমনকারী।

সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৬৫

বস্তুত, শরীয়তের এই একটি বিধান যদি নিশ্চিত করা যায় এবং মানুষ যদি ব্যভিচার ও এর সকল উপলক্ষ থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে, তাহলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সর্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। এতে সুখী ও সমৃদ্ধ একটি সমাজ গড়ে উঠবে।

পক্ষান্তরে, ট্রান্সজেন্ডারবাদ মূলত অবাধ, যথেচ্ছ ও বিকৃত উপায়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার দ্বার উন্মোচন করে। এর ফলে সমাজে সমকামিতা, বেহায়াপনা ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। এতে মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের কোনো সুযোগ থাকে না; বরং যথেচ্ছ প্রবৃত্তি-চারণের সুযোগ তৈরি হয়।

তাছাড়া, ট্রান্সজেন্ডারবাদে সন্তান ধারণ ও সন্তান লালন-পালনের বিষয় নেই। বরং এগুলো থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদ শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তিকে যথেচ্ছভাবে উপভোগ করতে শেখায় এবং সন্তান ধারণ ও লালন-

পালনের ঝামেলায় জড়াতে উৎসাহিত করে না। এর ফলে মানবের বংশধারা ব্যাহত হবে এবং বংশবিস্তার লোপ পাবে, যা সমাজ, রাষ্ট্র ও গোটা বিশ্বে এক মহাবিপর্যয় তৈরি করবে। অথচ ইসলামী শরীয়তে মানবের বংশবৃদ্ধিই কাম্য। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে

تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.

তোমরা অধিক মহব্বতকারী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারীকে বিয়ে করো। কেননা, কিয়ামতের দিন তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর আধিক্যের গর্ব করব। —সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪০২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৫৯৪

ট্রান্স জেন্ডারের মাধ্যমে সন্তানের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় সুরক্ষিত রাখার বিধান লঙ্ঘিত হয়ঃ

ইসলামী শরীয়ত সন্তানের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয়কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং এর সুরক্ষার জন্য সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে

الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ.

সন্তান হল বৈধ স্ত্রীর জন্য আর ব্যভিচারিণীর জন্য হল বঞ্চনা। সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৫৮

একারণে বিবাহ বহির্ভূত মেলামেশা ও ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভকারী সন্তানকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না; বরং তার জন্য ইসলামের পৃথক বিধিবিধান রয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.

যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন নারী অথবা বাদীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (আর এতে কোনো সন্তানের জন্ম হয়) তাহলে সেটা জারজ সন্তান। সে ব্যভিচারী থেকে মিরাস পাবে না এবং ব্যভিচারীও তার থেকে মিরাস পাবে না।
জামে তিরমিযী, হাদীস ২১১৩

আর সঙ্গত কারণেই ইসলামে পরকীয়া ও বহুগামিতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ ...قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলাম, সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ কী?

আমি আবারো আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।
সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৮১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৬

রুফাই ইবনে সাবেত আনসারী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَه زَرْعَ غَيْرِه، يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحُبَالَى

আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী কোনো ব্যক্তির জন্য অন্যের ক্ষেতে সেচ দেওয়া অর্থাৎ গর্ভবতী নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২১৫৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৯৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৩১

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে মানবের পিতৃ পরিচয় ও বংশ পরিচয় বলতে কিছুই থাকবে না। কেননা, এই মতবাদ অনুসারে একজন ব্যক্তি ফন্দি খাটিয়ে যখন তখন নিজেকে একেক লিঙ্গের ঘোষণা করে অবাধ বেহায়াপনায় লিপ্ত হতে পারে।

ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষ একে অপরের নিষিদ্ধ সাদৃশ্য অবলম্বনঃ

ইসলাম নারী-পুরুষকে একে অপরের সাদৃশ্য অবলম্বন করতেও নিষেধ করেছে। এটি জঘন্যতম কবীরা গুনাহ ও লানতযোগ্য কাজ। হাদীসে এ ধরনের নারী ও পুরুষের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর সাদৃশ্য ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য ধারণকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫, ৬৮৩৪

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال.

পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী ও নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ আমাদের দলভুক্ত নয়।

আলজামিউস সগীর, হাদীস ৭৬৫৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৮৭৫

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সাদৃশ্য দুই ধরনের হতে পারে। যথা: সাময়িক ও অস্থায়ী এবং স্থায়ী। উভয় প্রকারের সাদৃশ্যই নিষিদ্ধ। সাময়িক সাদৃশ্য সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন

لعن الله الواشِمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য উল্কি আঁকিয়ে ও যে এঁকে দিতে বলে, ভ্রূ উত্তোলনকারী নারী ও দাঁত সরু করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। কেননা, এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়। সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৫

আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, জনৈকা নারী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বসন্ত রোগে আমার এক মেয়ের মাথার চুল পড়ে গিয়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা স্থাপন করব? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন

لعن الله الواصلة والمَوصولة.

পরচুলা স্থাপনকারী নারী ও পরচুলা ব্যবহারকারী নারীর প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত।

সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৪১

আরো দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৪০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫০৯৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪১৮০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৬৩

আর স্থায়ী সাদৃশ্য (যা 'তাবদীলু খালকিল্লাহ' তথা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত।) হল, অঙ্গ সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে পুরুষের জন্য নারীর অথবা নারীর জন্য পুরুষের আকৃতি ধারণ করা। যেমন কোনো পুরুষের খোজা হওয়া। ইসলামে এটিও নিষিদ্ধ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না। তাই আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি খোজা হয়ে যাব? তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৭১

ট্রান্সজেন্ডারে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি

পক্ষান্তরে, ট্রান্সজেন্ডারবাদে এই অভিশপ্ত সাদৃশ্যই ধারণ করা হয়। কখনো অস্থায়ী ও সাময়িকভাবে পুরুষ হয়ে নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ইত্যাদি অবলম্বন করা হয়। আবার কখনো সার্জারির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়, যেমন, ছেলে হয়ে মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা বা মেয়ে হয়ে ছেলের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা ও নিজের মেয়েলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণ করা ইত্যাদি।

চার. ট্রান্সজেন্ডারবাদে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সবচেয়ে জঘন্য ও গর্হিত দিক হল, এতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটে। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধন সম্পূর্ণ হারাম ও জঘন্যতম কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا، اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اِنٰثًا وَ اِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا، لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا، وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا، يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا، اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এটি ব্যতীত যাকে ইচ্ছা সবকিছু ক্ষমা করেন। আর কেউ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। তাঁর পরিবর্তে তারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে। আল্লাহ তাকে লানত করেন। আর সে বলে, আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব। তাদের অন্তরে মিথ্যা আশা-ভরসা সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা অবশ্যই পশুর কর্ণচ্ছেদ করবে।

তাদেরকে আরো আদেশ করব, ফলে তারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর কেউ আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আশা-ভরসা দেয়। আর শয়তান তাদেরকে শুধু প্রবঞ্চনারই প্রতিশ্রুতি দেয়। ওদের বাসস্থান জাহান্নাম এবং তারা সেখান থেকে পলায়নের কোনো পথ পাবে না।
সূরা নিসা (৪) : ১১৬-১২১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রাহ. উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করার পর বলেন

وَهَذِه الْأُمُورُ كُلُّهَا قَدْ شَهِدَتِ الْأَحَادِيثُ بِلَعْنِ فَاعِلِهَا، وَأَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ .وَاخْتُلِفَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي نُهِيَ لِأَجْلِهَا، فَقِيلَ :لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ التَّدْلِيسِ .وَقِيلَ :مِنْ بَابِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَهُوَ أَصَحُّ.

হাদীসসমূহ থেকে সাদৃশ্যের উপরোক্ত সকল কাজ লানতযোগ্য হওয়া ও কবীরা গুনাহ হওয়া প্রতীয়মান হয়। তবে এসব কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে কী তাৎপর্য রয়েছে, সে সম্পর্কে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। কেউ বলেন, এটি তাদলীস। আর কারো মতে, এটি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মাঝে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উল্লেখ করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধ মত।
তাফসীরে কুরতুবী ৫/২৫২; আলমুফহিম লিমা উশকিলা মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম ৫/৪৪৪

ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি ঈমান বিধ্বংসী কুফরি মতবাদ

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ইসলাম ও মুসলমানদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কারণ সন্তান হওয়া-না হওয়া, সন্তানের ছেলে বা মেয়ে হওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ন্ত্রণে। এতে কারো কোনো হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। কোনো চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ওষুধ-পথ্য কিংবা কোনো ডাক্তার-কবিরাজের এতে কোনো এখতিয়ার নেই।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। —সূরা শূরা (৪২) : ৪৯-৫০

ট্রান্সজেন্ডারবাদে যখন ছেলে বা মেয়ে বনে যাওয়ার ধৃষ্টতা দেখানো হয়, সেটি সৃষ্টির বিকৃতির পাশাপাশি ঈমান বিধ্বংসীও বটে। এছাড়া, ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা পেলে আল্লাহর দেওয়া শরীয়ত ও কুরআন সুন্নাহ্র অসংখ্য বিধানে ব্যাপক পরিবর্তন ও চরম বিকৃতি ঘটবে। এর মাধ্যমে ইসলামের বহু বিধানের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটবে, যেমন সালাত, হজ, বিয়ে, তালাক, ইদ্দত, বংশপরিচয়, পর্দা, সতর, শাহাদাহ, কাযা, নামাযের ইমামতি, রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ও মীরাস-উত্তরাধিকার সহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুমতি দান করুন। ট্রান্সজেন্ডারবাদের অসারতা ও ভয়াবহতা অনুধাবন করার তাওফীক দান করুন। বিশ্বের গোটা মুসলিম উম্মাহকে এর ভয়াল গ্রাস থেকে হেফাযত করুন। আর আমাদের দেশের দায়িত্বশীল মহলকে এই বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করার তাওফীক দান করুন এবং ট্রান্সজেন্ডারবাদের মতো একটি কুফরি ও অভিশপ্ত মতবাদকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখুন।